Vol. 39 | No. 2 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কনফেশনাল কবিতা ও রবার্ট লাওয়েলের লাইফ স্টাডিজ

Volume	39
Issue	2
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	খোন্দকার আশরাফ হোসেন
Published online	February 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v39i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v39i2.4
Pages	62-77
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কনফেশনাল কবিতা ও রবার্ট লাওয়েলের লাইফ স্টাডিজ

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

এম. এল. রোজেন্থাল ১৯৬৭ সালে *দি রিউ পোয়েটস্* নামে একটি বই প্রকাশ করেন। ওই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি একদল নবীন এবং অনতিনবীন মার্কিনী কবির কবিতা নিয়ে আলোচনা করেন যাঁদের তিনি নাম দেন "the Confessionals', অর্থাৎ স্বীকারোক্তিকারী কবিকুল। রোজেন্থাল এই কবিদের মধ্যে লক্ষ করেন অকপটে নিজেদের আত্মাকে উন্মোচন করার প্রেষণা, মন খুলে স্বকৃত এবং অকৃত, কিন্তু প্রকল্পিত, সকল পাপের কথা স্বীকার করার প্রবণতা। যেন কোনো অদৃশ্য ফাদার কনফেসর (গীর্জায় পাপস্বীকারোক্তি শ্রবণকারী যাজক)-এর কাছে আত্ম-উন্মোচন করছে কোনো পাপী। নেই কোনো সামাজিক লজ্জাবোধের আড়াল; আর ফ্রয়েডের কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে আমাদের সকলের মনই তো 'dunghill of forbidden desires'. স্মরণ করা যেতে পারে ওফেলিয়ার কাছে হ্যামলেটের স্বীকারোক্তি : "I am myself indifferent honest, but yet I could accuse me of such things, that it were better my mother had not home me".

সাধারণত রবার্ট লাওয়েলকে ধরা হয় এই কনফেশনাল স্কুলের গুরু হিসেবে, এবং শিষ্যদের মধ্যে আছেন ডব্লিউ. ডি. স্নডগ্রাস, জন বেরিমান, আন সেক্সটন এবং মিসভিয়া প্লাথ। স্মর্তব্য যে, শেষের তিনজন আত্মহত্যা করে নিজেদের পাপবোধের পরিসমাপ্তি ঘটান। অড্রিয়েননে রিচ এই ধারার অপ্রধান কবি, কারণ তার কবিতা অবিমিশ্র কনফেশনাল নয়। এই কবিদলের বাইরে থিওডোর র‍্যাথকেকেও কনফেশনাল কবি হিসেবে ধরা হয়ে থাকে, যিনি ১৯৪৮ সালে *দি লস্ট সান* নামক কাব্যগ্রন্থে এই বিশেষ ধরনের কবিতার বীজ বোনেন যদিও তিনি "did not greatly influence other poets, atleast until years later". কনফেশনাল কবিতার গুরুমন্ত্র অবশ্য রয়েছে লাওয়েলের গ্রন্থ *লাইফ স্টাডিজে* (Life Studies)। ১৯৫৯ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। এর পর পুরো

ষাটের দশক জুড়ে মার্কিনী কবিতায় কনফেশনাল কবিদের কর্মকাণ্ড ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

কনফেশনাল কবিদের নিয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থদৈর্ঘের আলোচনা লেখেন রবার্ট ফিলিপস, ১৯৭৩ সালে। বইটির নাম *দি কনফেশনাল পোয়েটস* (The Confessional Poets). ফিলিপসের ভূমিকা থেকে কিয়ৎপরিমাণ উদ্ধৃতি দিলে এই স্বীকারোক্তিপ্রবণ কবিদের চারিত্র্য স্ফুট হবে আশা করি। সেই সাথে আধুনিক কথাসাহিত্য ও কবিতার মানবিক পশ্চাৎপটটিও খোলাসা হবে :

"... it could be argued that we are living in a great Age of Autobiography. We no longer believe in the general truths about human nature, only the subjective ones. Let me tell you about my wound. Let me tell you about my scears and deformities ... our writers cry out. Not only poems, but the novel (Herzog; Portnoy's complaint) and journalism (Norman Mailer's On Being Different) are all part of this current autobiograhical frenzy. All these writers who assume that objectively is impossible and who in their writing are determined, come what may, to "let it all hang out". And it must be conceded that the poets have far outdistanced their prose cousins in accomplishment and recognition."[২]

কনফেশনাল কবিদের আত্মজৈবনিকতাই অবশ্য একমাত্র অভিজ্ঞান নয়; আত্মজৈবনিকতা তো সাধারণভাবে রোমান্টিক সাহিত্যের লক্ষণ। কিন্তু এদের আত্মজৈবনিকতার সাথে জড়িয়ে আছে প্রবল আত্মকরুণা ও আত্মঘৃণাও। শেলিরও আত্মকরুণা ছিল, "দ্যাখরে, আমি জীবনের কণ্টকশয্যায় শায়িত, রক্তাক্ত"- এধরনের কাতরোক্তি করেছেন, কিন্তু নিজেকে ঘৃণার ক্রুশে বিদ্ধ করেননি। মার্কিনী কনফেশনাল কবিতায় আত্মঘৃণা প্রবল, সেই সঙ্গে, অনেকের মধ্যে প্রবল একধরনের ঈদিপাস-গূঢ়ৈষণা, father-hatred- বিশেষত অ্যান সেক্সটন এবং সিলভিয়া প্লাথের কবিতায়। আরেকটি সাধারণ বিষয়বস্তু, এঁদের কবিতায়, মানসিক অসুস্থতা। এঁরা প্রায় সবাই মানসিক হাসপাতালে কাল কাটিয়েছেন, কেউ কেউ একাধিকবার। অ্যান সেক্সটনের একটি কাব্যগ্রন্থের নামই *To Bedlam and Part way Back.* মানসিক যন্ত্রণার পরিণতি আত্মহত্যায়, অন্তত তিনজনের ক্ষেত্রে। কনফেশনাল কবিতা তাই মানসিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ আত্মার করুণ চিৎকারে চিৎকৃত। নিজের কাটা হৃৎপিণ্ডকে দুহাতের তালুতে নিয়ে এঁরা হাঁটু গেড়ে বসে নিজেরই সামনে, আর অকপটে প্রকাশ করেন নিজের ভেতরকার জমাট সমস্ত

অনুভূতি— যা ঘৃণ্য, অপ্রকাশ্য, অসম্ভাব্য, অশ্লীল Oedipal কিংবা incestuous,—সকলই বেরিয়ে আসে স্বতঃস্ফূর্ত বেগে। এলিয়ট, আধুনিকতাবাদী কবিতার ইঙ্গ-মার্কিন পুরোহিত, ঘোষণা করেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিপরীতে— 'Poetry is not a tuming loose of emotion but an escape from emotion; it is not the expression of personality, but an escape from personality." বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচদশক এলিয়টের নৈর্ব্যক্তিকতাবাদের কাছে নতজানু আধুনিকতাবাদী (Modemist) কবিরা সযত্নে পরিহার করতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে। এলিয়ট স্বয়ং নাস্তিবোধ, নিখিলহতাশা ইত্যাদি স্বকীয় বোধকে প্রকাশ করার জন্য কখনো টেকোমাথার *প্রুফ্রক* কখনো ঝুলন্ত *স্তন্যের* দেড়েল টিরেসিয়াস, একটা না একটা মুখোশ পরেছেন, ঐ নৈর্ব্যক্তিকতার খাতিরে। কিন্তু ষাটের দশকের মার্কিনী কবিরা ঘুরলেন "tuming loose of emotion"- এরই দিকে, ওই ওয়ার্ডসওয়ার্থ কথিত "Spontaneous overflow of powerful feelings" এর পুরোনো স্রোতের অভিমুখে। কেন ? এ প্রশ্নের বহুবিধ উত্তর সম্ভব। তাঁর আগে কনফেশনাল কবিতার একটি নমুনা দেয়া যাক্, যেখানে কবির অন্তরের ক্ষোভ-যন্ত্রণার লাভাস্রোত বেরিয়ে আসছে অদম্য আক্রোশে :

... secrets cry aloud,
I have no need for tongue
My heart keeps open house,
My doors are widely swung
My truths are all foreknown,
This anguish self-revealed.
I'm naked to the bone.
With nakedness my shield...
Rage warps my clearest cry
To witless agony

(Theodore Roethke : *Words for the Wind*) [৩]

তা, এই স্বীকারোক্তিপ্রবণ কবি-'সন্ত'রা বিশ শতকের মধ্যভাগেই কেন মার্কিনী কবিতায় 'অবতার'-রূপে অবতীর্ণ হলেন ? একটি সহজ উত্তর হতে পারে এই যে এঁরা সবাই পোস্ট-আইসেনহাওয়ার (Post-Eisenhaer) যুগের ফসল;

এরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামাজিক-রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক *পশ্চাদভিঘাতের* ফলে উৎক্ষিপ্ত। ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের ক্ষয়, পারিবারিক জীবনের ভাঙন, আধুনিক পৃথিবীতে অশুভ এবং ভায়োলেন্সের সর্বব্যাপী বিস্তার- এ সবকিছু মিলে তৈরি করেছে একটি নিখিলনাস্তির পরিবেশ। বীটনিকরা আর কনফেশনালরা একই প্রতিবেশের সৃষ্টি। "It is impossible to write poetry after Auschwitz, let alone about auschwitz"-এ ধরনের একটা কথা চালু হয়েছে, হিটলারের গ্যাস-চেম্বারের মারণযজ্ঞের সূত্রে। কনফেশনাল কবিরা আউশভিৎস-এর পর কবিতা লিখতে চাইলেন, এবং আউশভিৎস সম্পর্কেও। সিলভিয়া প্লাথের কথাই ধরা যাক্। তাঁর কবিতায় বারবার উল্লেখিত হয় ইহুদী নিধনযজ্ঞের টুকরো কথা : গ্যাস-চেম্বার, মৃতের ভস্ম, মানুষের চর্বি দিয়ে ন্যাৎসীদের বানানো সাবান, চামড়া দিয়ে বানানো ল্যাম্পশেড। প্লাথের Lady Lazarus কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি :

A sort of walking miracle, my skin
Bright as a Nazi lampshade.
My right foot
A paperweight
My face a featureless, fine
Jew linen.
Ash, ash
You poke and stir.
Flesh, bone, there is nothing there-
A cake of soap,
A wedding ring,
A gold filling.[8]

কনফেশনাল কবিতায় কবি নিজেই তাঁর কবিতার বিষয়, তাঁর সচেতন মন কথা বলে যায় অন্তরঙ্গভাবে গোপনতম বিষয়ে। অতিসংবেদী কবি-মন অভ্যন্তরীণ বন্ধন থেকে, নিজস্ব নিউরোসিস থেকে মুক্তি খোঁজে স্বীকারোক্তিতে। অন্তর্দহনে জ্বলতে জ্বলতে ব্যক্তির অন্তরতম সত্তাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে : অগ্নিগিরির প্রবল শিলামন্থনের ফলে প্রবল উদ্‌গিরণ ঘটে স্বীকারোক্তির। স্বীকারোক্তি এক ধরনের মোক্ষণ (Catharsis)-ও বটে। ফিলিপসের ভাষায়, "(It) is a means of

killing the beast which are within us, those dreadful dragons of dreams and experiences that must be hunted down, comered, and exposed in order to be destroyed."[2] সত্তরের দশকে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে "পোয়েট্রি থেরাপি" নামে একটি প্রশিক্ষণ চালু হয় এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে কাব্যিক কনফেশনের আরোগ্যকারী ক্ষমতা রয়েছে। অ্যান সেক্সটন Paris Review- এর দেয়া সাক্ষাৎকারে কবুল করেছিলেন যে, তাঁর কবিতা লেখা শুরুর পেছনে তাঁর মনোচিকিৎসকের পরামর্শই ছিল প্রধান প্রেরণা : "My doctors tell me that I understand something in a poem that I haven't integrated into my life. In fact, I may be concealing it from myself, while I was revealing it to the readers. The poetry is often more advanced, in terms of my unconscious, than I am. Poetry, after all, milks the unconscious."[৫]

২

স্বীকারোক্তিমূলক সাহিত্যের ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। ষাটের দশকের তরুণ কবিরা একটি সুদীর্ঘ তন্তুর পুনরাকর্ষণ করেছেন বৈ নয়। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রীক মহিলা কবি স্যাফো যখন লিখেন,

"আমি স্বীকার করছি
আমি ভালোবাসি তা
যা আমাকে আদরে উদ্রিক্ত করে",[৬]

তখন শোনা যায় সেই কনফেশনটি, যা একান্ত গোপন। দু'হাজার বছরের বেশি সময় আগে কাতুল্লুস লেখেন—

"আমি ঘৃণা করি আর ভালবাসি
যদি প্রশ্ন করো কেন,
কোন উত্তর নেই আমার কিন্তু আমি বুঝি
বুঝতে পারি আমার ইন্দ্রিয়গুলোর শেকড় অনন্ত যন্ত্রণায় প্রোথিত।"[৭]

বস্তুত এই 'অনন্ত যন্ত্রণা'র বোধটিই যুগে যুগে স্বীকারোক্তিমূলক সাহিত্যের পেছনে কাজ করেছে। সন্ত আগস্তিনের স্বীকারোক্তি, জাঁ জাক রুশোর বিখ্যাত কনফেশনস, সেই [illegible] শতকের একঝাঁক স্বীকারোক্তিমূলক রচনার কথা

মনে পড়বে— ডি কুইন্সীর Confessions of an Opium Eater, মুসে'র (Musset) Rene, সাতুব্রিয়া (Chateaubriand) Confession du enfant du Siecle এবং এমনকি, ওয়ার্ডসওয়ার্থের The Prelude-এর কথা। খোদ আমেরিকাতেই স্বীকারোক্তিপ্রবণ কবিতার ঐতিহ্য নির্মাণ করেছেন ওয়াল্ট হুইটম্যান, যাঁর উন্মুখর আত্মবর্ণনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন আদিম কালের বসুন্ধরার অন্তঃস্থলের প্রচণ্ড আগুনের মতো আগুন। হুইটম্যানকে অ্যালেক গীন্সবার্গ বলেছেন "the lonly couragegiver" (Supermarket in California)[৭]। বস্তুত, নজরুলী ভাষায়, "অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস" যুগিয়েছেন হুইটম্যান বহু আধুনিক কবিকে। র‍্যাথ্‌কে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এই বলে, "Be with me, Whitman, maker of catalogues: for the world invades me again." কিন্তু তবু হুইটম্যান ষাট-দশকীয় অর্থে কনফেশনাল কবি নন, যেমন নন্ ওই দশকেরই তুখোড় কবি অ্যালেন গীন্সবার্গ। হুইটম্যানের "Self", আমরা জানি, বিশ্বজনীন আত্মার প্রতিনিধি। পাপীর স্বীকারোক্তি নয় তাঁর কবিতা, প্রফেটের অভিভাষণ। গীন্সবার্গের Howl এর কবিতাগুলোও, হুইটম্যানীয় ধরনে, "more universal public wails than personal."[৮]

৩.

রবার্ট লাওয়েলের লাইফ স্টাডিজ (Life Studies)[৯]-এর প্রভাব তাঁর সমকালীন এবং উত্তরসুরীদের উপর পড়েছিল প্রচণ্ডভাবে। সিলভিয়া প্লাথ এবং অ্যান সেক্সটন দুজনই বলেছেন যে ওই বইয়ের কবিতাগুলোর রচনাকালে তাঁরা লাওয়েলের কবিতার ক্লাশে তাঁর লেকচার শুনতে যেতেন। ওই বইয়ের কবিতাগুলোর উন্মুখর frankness তাঁদেরকে অভিভূত করে। পক্ষান্তরে, লাওয়েল স্বীকার করেন যে, ওই সময় তিনি প্লাথ ও সেক্সটনের কিছু কিছু কবিতার পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখেছিলেন এবং তরুণতর ওই দুই রমণীর অগোপন স্বীকারোক্তির প্রভাব তাঁকে লাইফ স্টাডিজ (Life Studies)-এর কবিতাগুলোতে পড়েছে। ঘটনা যাই হোক, সকল ছোটগল্প যেমন বলা হয় বেরিয়েছে গোগোলের *"ওভারকোট"* থেকে, কনফেশনাল কবিতার উৎস হিসেবে ধরা হয় লাইফ স্টাডিজ (Life Studies)-কে। কী আছে ওই কাব্যগ্রন্থে ? চার পর্বে বিভক্ত বইয়ের দ্বিতীয় পর্বের নাম-91 Revere Street টানা গদ্যে লেখা আত্মজৈবনিক রচনা। অন্য তিনটি পর্বে স্পন্দমান গদ্যছন্দে রচিত খণ্ডকবিতার সমাহৃতি। ৪র্থ পর্বের কবিতায় লাওয়েল নিষ্করুণভাবে তুলে ধরেছেন ব্যক্তিগত ইতিহাস - তাঁর পিতার অক্ষমতার প্রতি ঘৃণা, অন্যদিকে

পিতামহের প্রতি ভালোবাসা, পিতা ও পিতামহের মৃত্যু, জাঁদরেল মায়ের কথা এবং অল্পবয়সী Uncle Devereux -এর কথা। বলেছেন Aunt Sarah-এর ব্যক্তিজীবনের কথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিবেকী বিরোধিতার কারণে জেলে যাওয়া, ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের কথা, মানসিক হাসপাতালে থাকার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাকার সবকিছু। তাঁর নিজের জীবনকে তিনি বর্ণনা করেছেন নরক বলে, বলেছেন মেফিস্টোফিলিসের ঢঙে, "I myself am hell". লাইফ স্টাডিজ (Life Studies)-এর শেষ কবিতার নাম "Skunk Hour". তীব্র দুর্গন্ধভরা ওই প্রাণীর অনুষঙ্গে বিবৃত করেছেন নিজের বিভীষিকাময় অস্তিত্বের কথা, নিজের মানসিক অসুস্থতার কথা—

> One dark night,
> My tudor ford climbed the hill's skull;
> I watched for love cars. Lights turned down,
> they lay together, hull to hull,
> where the gravey ard shelves on the town...
> My mind's not right.
> A car radio bleats, I hear
> "Love, O careles love..."
> my ill spirit sob in each blood cell,
> as if my hand were at its throat...
> I myself am hell;
> nobody's here-
> only skunks, that search
> in the moonlight for a bite to eat."

লাইফ স্টাডিজ (Life Studies)-কাব্যগ্রন্থের চতুর্থ পর্বটিই মূল পর্ব। এর আবার দুটো আবর্তন। প্রথম আবর্তনের প্রথম কবিতা, "My Last Afternoon with Uncle Devereux Winslow". এই কবিতাটি বিশ্লেষণেই লাওয়েলের কনফেশনের প্রকৃতি ফুটে উঠবে। শৈশবস্মৃতি, ১৯২২ সাল। বালক লাওয়েল তাঁর পিতামহের গ্রীষ্মাবাসের পাথুরে বারান্দায় বসে আছেন। তাঁর সামনে ঘুরে যাচ্ছে জীবন ও মৃত্যুর দৃশ্যাবলি।

> One of my hands was cool on a pile
> of black earth, the other warm
> on a pile of lime.

মাটি এবং চুনের প্রতীক জীবন ও মৃত্যুর বৈপরীত্য ধরে আছে। কবিতাটির শেষ দিকে এসে আমরা জানতে পারি মারা যাবেন Uncle Devereux, হজকিন্স ডিজিসে আক্রান্ত হয়ে, ঊনত্রিশ বছর বয়সে। তাঁর শরীর, হাড়-মাংস মিশে যাবে ওই মাটিতে :

My hands were warn, then cool, on the piles
of earth and lime.
a black pile and a white pile ...
come winter,
Uncle Devereux would blend to the one color.

লাওয়েলের বয়স তখন মাত্র পাঁচ। ওই বয়সে মৃত্যুর সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় তাঁর পিতামহের বাড়িতে। ওই মৃত্যুর প্রভাব হয়েছিল ভিত্তি কাঁপানো—

I cowered in terror
I wasn't a child at all
Unseen and all seeing, I was Agrippina
in the Golden House of Nero.

কী কনফেস্ করছেন লাওয়েল এইসব স্মৃতিচিত্রের মধ্য দিয়ে ? Uncle Devereux -এর মৃত্যুঘটনার বেদনার মধ্য দিয়ে, পিতামাতার দাম্পত্যব্যর্থতার মধ্য দিয়ে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের অনিকেত জীবনের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে বালক লাওয়েলের বহুধাচূর্ণ আত্মজগৎটি উন্মোচিত। তাঁর পরবর্তী জীবনের সকল ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের মূল ওই শৈশবের মধ্যে প্রোথিত বলেই কবি কবিতার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ভারমুক্ত হতে চাইছেন, ক্ষালন করতে চাইছেন অকৃত পাপ, পেতে চাইছেন Psychic absolution. পিতার প্রতি একধরনের Oedipal ক্রোধ কনফেশনাল কবিতার একটি সামান্য লক্ষণ। লাওয়েল থেকে অ্যান সেক্সটন পর্যন্ত প্রায় সবার কবিতায় পিতৃ-স্মৃতির একধরনের আবাহন, ভালবাসা-ঘৃণায়, যুগপৎ মহিমান্বিত করা পিতার স্মৃতি এবং ক্রুশবিদ্ধ করা পিতাকে, অকালে পিতৃহীন করে যাবার জন্য। সিলভিয়া প্লাথের বিখ্যাত পিতৃ-ঘৃণার উচ্চারণ—

I have always been scared of you,
With your Luftwaffe, you gobbledygo.
And your neat mustache
And you Aryan eye, bright blue
Panzer man, Panzer man, O you ... .
There's a stake in your fat black heart.

And the villager never liked you.
They are dancing and stamping on you.
They always knew it was you.
Daddy, daddy, you bastard, I'm through.
(Daddy)[১০]

লাওয়েলের কবিতা 'Father's Bedroom'-ও পিতৃস্মৃতিতে সমর্পিত, যদিও "Commander Lowell"-এর প্রতি তাঁর ঘৃণাটি প্রচণ্ড নয়। বরং অকালে স্বামিহারা মায়ের ছবিটিই কারুণ্য নিয়ে সামনে আসে। ছোট্ট কটেজের জানালায় মায়ের মুখ-

"Mother mooned in a window,
as if she had stayed, on a train
one stop past her destination.
(For sale).

লাইফ স্টাডিজ (Life Studies)-এর চতুর্থ পর্বের পরবর্তী দুটো কবিতাও মাকে ঘিরে। 'Sailing Home from Rapallo'. ইতালিতে মৃত মাকে নিয়ে ফিরছেন লাওয়েল, জাহাজে করে— তখন "the whole shoreline of the Golfo di Genova was breaking into fiery flow". মায়ের কফিনকে তাঁর মনে হচ্ছিল দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের কফিনের মতো, আঁভেলিদে তাঁর সমাধিতে যেমনটি রয়েছে—

Mother travelled first-class in the hold;
her Risorgimento black and gold casket
was like Napoleon's at the Invalides...

কিন্তু পাঠকের জন্য আঘাতটি আসে আরো পরে—পারিবারিক গোরস্থানে মাকে সমাহিত করার পর পাশেই চার বছর আগে সমাহিত পিতার সমাধিফলক দেখে ক্রুদ্ধ হন লাওয়েল। তাঁর পিতার ব্যবসায়িক মনোভাব, তাঁর বস্তুবাদিতার জন্য তিনি যেন মায়ের পরিবারের মৃতদের সমাধিশ্রেণীর মধ্যে অসমঞ্জস : "The only "unhistoric" soul to come here was Father".

লাওয়েলের প্রথম কবিতার বই, *Lord Weary's Castle* (১৯৪৬) এবং দ্বিতীয় বই *The Mills of Kavanaughs* (১৯৫১)। প্রথমটির বিষয় ধর্মীয় রূপক এবং আদর্শবাদ; দ্বিতীয়টির ভিত্তি ফিকশন এবং মেলোড্রামা। সেই তুলনায় *লাইফ স্টাডিজ* (Life Studies)-এর কবিতাগুলো যোজনদূরের। আত্মজৈবনিক

ও স্বীকারোক্তিমূলক এই গ্রন্থটির সব কবিতা যে তথ্যগতভাবে সত্য ঘটনার বিবরণ তা হয়তো নয় (কোনো কনফেশনাল কবির ক্ষেত্রেই তা হয়ত নয়), তবু এ কবিতাগুলোর মূল প্রেষণা আত্মজৈবনিকতা ও আত্ম-উন্মোচন। ফিলিপ্‌সের কথা : "As never before in Lowell's work, the persons gives way to the person, fiction to fact. In the book Lowell gives up the Christ for himself, the crucifixion for his own trials on earth, and the Virgin for his unsaintly mother. In *Life Studies* Lowell himself becomes the man on the cross."[১১]

লাইফ স্টাডিজের কবিতাগুলোতে লাওয়েলের শৈশব থেকে কৈশোর পেরিয়ে, পিতামহ, কাকা, পিতা এবং মাতার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা পৌঁছাই মধ্যবয়সী প্রফেসর লাওয়েল -এ। 'Waking in the Blue' নামের কবিতায় হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করি লাওয়েলকে, ক্লাসরুমে নয়, মানসিক হাসপাতালে :

Azure day
Makes my agonized blue window bleaker.
Crows maunder on the petrified fairway.
Absence ! My heart grows tense
as though a harpoon ware sparring for the kill
(This is the house for the "mentally ill".)

এলিয়টীয় - অডেনেস্ক কবিতার চালচিত্র যদি হয় জনস্রোতময় রাজপথ ও কোলাহল, তবে কনফেশনাল কবিতার প্রায় অনড় পশ্চাৎপট মানসিক হাসপাতালের বিছানা, মনোচিকিৎসক, "The night allendant, a B. U. sophomore ... he catwalks down our corridor." বোদলোয়ারীয় নরকচিত্র-ঝুলন্ত তার, পচা-গলা শব, ভিখারী ও গণিকার মচ্ছব ছেড়ে উঠে আসে হাসপাতালের নির্জন সেলে— যেখানে কবি ও তার নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি বসে। কনফেশনাল কবিতার ভয়াবহতম হাসপাতাল-চিত্র অবশ্য লাওয়েলের নয়, অ্যান সেক্সটনের। সেক্সটনের To bedlamand Part way Back (১৯৬০)-এর একটি কবিতার নাম you, Doctor Martin। সেখান থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি বাংলা অনুবাদে:

তুমি ডাক্তার মার্টিন, হাঁটো
ব্রেকফাস্ট থেকে মস্তিষ্ক বিকারে। শেষ আগস্টে

আমি ছুটি এ্যান্টিসেপটিক টানেলের ভেতর
যেখানে চলন্ত মৃতেরা এখনো বলে
নিরাময়ের ঠেলার বিরুদ্ধে কি কষ্টে
হাড়গুলো বয়ে নেয়া। আর আমি রাণী এই গ্রীষ্ম হোটেলে
অথবা সুহাস মৌমাছি যেন মৃত্যুর ডাঁটার উপর। ...
তোমার গলাটি কাটবো নেই কোনো চাকু।
জুতো বানাই সকাল থেকে দ্বিপ্রহরতক ...
... অবশ্য তোমাকেই আমি ভালোবেসেছি,
তুমি ঠেস্ দিয়ে থাকো প্লাস্টিক আকাশেও ...
মানুষের দুঃখগাথা
ব্যবসা তোমার, তুমি আসো এই পাগল আশ্রমে
যেন দৈববাণীর চোখ আমাদের নীড়ে ...
আর আমরা যাদুমন্ত্র, বাক্যরত নিজেরই সহিত,
হল্লাময় এবং একাকী। আমি রাণী আমার পাপের,
গুনছি জুতোর সারি, এই সারি এবং অন্যটি
অপেক্ষায় থাকে যারা শব্দহীন শেলফের উপর।
(অনুবাদ : প্রবন্ধকার)[১২]

লাওয়েলের 'Waking in the Blue'-তে মানসিক রোগীদের যার যার সমস্যা আলাদাভাবে বর্ণিত। স্ট্যানলি নামের ষাট বছরের বুড়ো, যৌবনে সে *হার্ভার্ডের* ফুটবল টীমের ফুলব্যাক্ ছিল; এখনো তার প্রাণান্ত চেষ্টা সেই সুস্বাস্থ্য ধরে রাখার। কবির চেহারা একদম চতুর্দশ লুইয়ের মতো, পরচুলাটুকু ছাড়া। সারা ওয়ার্ড জুড়ে ঘুরে বেড়ায় সে,

"redolent and roly as a sperm-whale,
as he sawshbuckles about in his birthday suit
and horses at chairs."

কবিতাটির শেষে আছে ভায়োলেন্সের ইঙ্গিত। বাথরুমে শেভিং মিররে লাওয়েল দেখতে পান "indigenous faces of those thoroughbred mental cases"-দের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, এবং একটি গোপন হুমকির মতো ফিস্‌ফিসিয়ে উচ্চারণ করেন-

We are all old timers
each of us holds a locked razor.

চতুর্থ পর্বের দ্বিতীয় আবর্তনটি শুরু "Memris of West Street and Lepke" দিয়ে। সময়ক্রমের দিক দিয়ে আরেকটু পেছনে, যখন লাওয়েল তরুণ শিক্ষক, তাঁর কন্যাটির বয়স মাত্র ৯ মাস। আরও আগে, মানসিক হাসপাতাল নয়, তাঁর নির্বাসন ঘটেছিল জেলখানায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেয়ার দায়ে তরুণ লাওয়েলকে আটক করা হয়েছিল। এক বছর জেলে কেটেছে মাদকাসক্ত এক নিগ্রো এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক খুনীর সঙ্গে। ঐ খুনী, "Murder *Incorporated* এর জার লেপ্‌কেও এর সাথে লাওয়েল নিজের অবস্থার সাদৃশ্য দেখেন—ওর দণ্ড ইলেকট্রিক চেয়ার, লাওয়েলের দণ্ড ইলেকট্রিক শক্ চিকিৎসা। ওই সময়কে, *ওয়ার্ডসওয়ার্থের* প্যারডি করে, লাওয়েল বলছেন তাঁর seed time, তাঁর পরবর্তী জীবনের ব্যর্থতাবোধ ও বিসঙ্গতির বীজ ওখানে লুকানো আছে বলে তার অভিমত :

> These are *Tranquilized Fifties*,
> and I am forty. Ought I to regret my seedtime ?

লাওয়েলের আত্মস্বীকারোক্তি crescendo-তে পৌঁছে শেষ তিনটি কবিতায়, যার প্রথম দুটি তাঁর বিবাহিত জীবনের চিত্র। পূর্বোক্ত কবিতাগুলোর মতো এখানেও আত্মজৈবনিকতার পরম প্রকাশ ব্যক্তিগত সর্বনাম"। এর মধ্য দিয়ে "Man and wife" এবং "To speak of Woe that is in Marriage"-দুটোতেই"। "তবে প্রথমটি কবি স্বয়ং, দ্বিতীয়টি তাঁর স্ত্রীর, *বাচনে*। যেন একটি ব্যর্থ দাম্পত্যের এপিঠ ওপিঠ : দুপক্ষই আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়েছে। 'Man and wife' লাওয়েলের বিখ্যাততম কবিতাগুলোর একটি। এখানে লাওয়েল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে mythologize করেছেন। ব্রাউনিঙের Andrea del Sarto কবিতাটির কথা অনেকের মনে পড়বে স্ত্রীর প্রতি উচ্চারিত এই মনোলোগে লাওয়েল তাঁদের দাম্পত্য ব্যর্থতার কথা বলছেন; কিন্তু তার চেয়েও বেশি বলছেন অতীতের কথা যখন আশা ছিল, ভালোবাসা ছিল—

> oh my Petite,
> Clearest of all God's creatures, still all air and nerve.
> You were in your twenties, and I,
> once hand on glass
> and heart in mouth,
> outdrank the Rahvs in the heat
> of Greenwich Village, fainting at your feet-

সেই পারস্পরিক প্রেমের দিন আজ আর নেই। আজ ঘুমের বড়ি ভরসা করে দুজনের দুদিকে মুখ ফিরিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা-

"Tamed by Miltown, we lie on Mother's bed;
the rising sun in war paint dyes us red."

বারো বছরের দাম্পত্য জীবন মধ্যবয়সী লাওয়েল ও তাঁর স্ত্রীকে এনে দাঁড় করিয়েছে একটি আত্মিক সংকটের মুখোমুখি—

Now twelve years later, you turn your back.
Sleepless, you hold
Your pillow to your hollows like a child;
Your old-fashioned triade-
loving, rapid, merciless-
breaks like the Atlantic Ocean on my head.

এটি একটি সুতীব্র সুগোপন ব্যক্তিগত কবিতা। অন্যের জীবন নিয়ে লেখা নাটক নয়, যেমনটি ব্রাউনিঙের ক্ষেত্রে। লাওয়েলের স্ত্রী এলিজাবেথ হার্ডউইকের সাথে তার দাম্পত্য জীবন সত্যি কষ্টকর একটি বিন্দুতে এসে পড়েছিল। স্ত্রীর জন্য লাওয়েলের আদি ভালোবাসা এখনও জীবন্ত-গ্রীনউইচ ভিলেজের স্মৃতিচারণের উষ্ণতা থেকে তা বোঝা যায়—অন্যদিকে যৌনসম্পর্কের ক্রমশীতলতার কথাও জানা যায় এই মাত্র উদ্ধৃত লাইনগুলো থেকে। স্ত্রীর 'old fashioned tirade' তাঁর নিত্যদিনকার ভাগ্য হওয়া সত্ত্বেও তার সহানুভূতি ও ভালোবাসা পাওয়ার আকুতিটি হৃদয়স্পর্শী, সেইসাথে দুস্তর ব্যবধান স্বরূপ নিজের মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে সচেতনতাও।

All night I've held your hand,
as if you had
a fourth time faced the kingdom of the mad-
its hacknayed speech, its homicidal eye-
and dragged me home alive.

'To Speak of woe, That Is'in Marriage, স্ত্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা একই দাম্পত্য সম্পর্কের বয়ান। উল্লেখ্য যে, হ্রস্ব এই কবিতাটি উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে।

"The hot night makes us keep our bedroom
Our magnolia blossoms.
Life begins to happen.

My hopped up husband drops his home disputes,
and hits the Streets to cruise for prostitutes,
free lancing out along the razor's edge."

এর পরের এবং *লাইফ স্টাডিজের* শেষ কবিতা Skunk Hour, যার সম্পর্কে এত বেশি লেখা হয়েছে যে পুরো একটি প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে তা নিয়ে। এই কবিতাটিতেই লাওয়েলের, তখন পর্যন্ত অতিনতুন কনফেশনাল বিষয়বস্তু এবং স্টাইল বিধৃত হয়েছে। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের আর কোন কনফেশনাল কবিতা এত আলোচিত হয়নি—সম্ভবত সিলভিয়া প্লাথের 'Daddy' এবং 'Lady Lazarus' ছাড়া। কবিতাটি কিন্তু খুব সাদামাটা, রিচার্ড উইলবার এর ভাষায়- "one must participate in the lies, discovering their implicit emotional value and generalizing from their relatively dead pan specificities.[১৩] কবিতাটির প্রথমভাগে অনেকটা প্রফকীয় ধরনের নাগরিক জীবনের বিবিধ দৃশ্যের তালিকাবয়ন - মূলত সমুদ্রতীরবর্তী দৃশ্য - মাছধরার ট্রলার, জাল। নটিলাস আইল্যান্ডের মালিক ধনকুবের মহিলার একাকী জীবন তার Spartan Cottage এর Her son's a bishop'। দ্বীপের 'fairy decorator' রঙচঙা জিনিসে দোকান সাজান। তার ব্যবসা ভালো চলছে না—

'there is no money in his work,
he'd rather marry'

ইত্যাদি প্রাত্যহিক দৃশ্যবর্ণনার সাধারণত্ব কাটিয়ে সহসাই কবি আবির্ভূত হন তাঁর একরাত্রির অভিজ্ঞতা নিয়ে—

One dark night,
My Tudor Ford climbed the hills skull etc.

কবিতাটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি আমরা আগেও দিয়েছি। চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে কবি ঘুরে বেড়াতে দেখেন দুর্গন্ধময় প্রাণী skunk দের। সভ্যতার প্রতীক হয়ে উঠে ওই 'স্কাঙ্করা' Only skunks, that search in the moonlight for a bite to eat।

---

৭. "On Robert Lovell's Skunk Hour", in the Contemporary Poet as Artist and Critic, Anthony Ostroff, Boston, 1964, P. 87.

লাওয়েলের কবিতায় কনফেশনালরীতির প্রাথমিক স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রবণতাগুলো তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আরো প্রবল জোরালোভাবে এসেছে। আর এজন্যই এখন লাওয়েলের *লাইফ স্টাডিজের* কবিতাগুলোকে হয়তো অতটা তীক্ষ্ণ ও তীব্রভাবে কনফেশনাল মনে হয়— বিশেষত সিলভিয়া প্লাথ, অ্যান সেক্সটনের সূচীতীক্ষ্ণ আত্মউন্মোচক কবিতাগুলো পড়বার পর। 'The Lonely Masturbator' কিংবা 'Menstruation at Forty'--এর মতো ট্যাবু বিষয় নিয়ে ঘোরতর কনফেশনাল কবিতা হয়তো লাওয়েল লেখেননি, তবে তিনিই পঞ্চাশের দশকে আমেরিকায় এই ধারাটির সূত্রপাত করলেন। লাওয়েলের অন্যতম ভাষ্যকার Merjorie G. Perloff-এর কথা দিয়েই উপসংহার টানা যাক-

"I would posit that it is his super manipulation of the reatistc convention, rather than the titillating confessional content, that is responsible for the so-called breakthrough of *Life Studies* and that distinguishes Lowells confessional poetry from the work of his less accomplished disciples."[১৪]

তথ্যসূত্র :

১. *The New Poets*, *M. L. Rosenthal*, OUP, New York, 1967.

২. *The Confessional Poets*, *Robert Phillips*, Southern Illinois University Press, 1973.

৩. *Collected Poems*, Theodore Roethke, New York, 1966.

৪. Sylvia Plath: *The Collected Poems*, Ted Hughes ed. Harper & Row, New York, 1981, পৃ. ২৪৪।

৫. "The Art of Poetry XV", *Paris Review*, 52 (Summer, 1971), পৃ. ১৫৮।

৬. *Sappho, a New Translation*, Mary Barnard কর্তৃক অনূদিত University of California Press, ১৯৫৮ পৃ. ৬।

৭. *The Poems of Catullus*, Horace Gregory অনূদিত New York, 1956. পৃ. ১৫১।

৮. The confessional Poest, পূর্বোক্ত।

৯. *Life Studies and For the Union Dead*, Robert Lowell, The Noonday Press, 7th Impression, New York, 1971, বর্তমান প্রবন্ধে Life Studies -এর সকল উদ্ধৃতি এই সংকলন থেকে।

১০. Sylvia Plath: The Collected Poems, Ted Hughes ed. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২।

১১. Robert Phillips, পূর্বোক্ত।

১২. একবিংশ ১২, ডিসেম্বর, ১৯৯৩ ঢাকা।

১৩. "On Robert Lowell's Skunk Hour", Contemporary Poet as Artist and Critic, Richard Wilbur, Boston, 1964. পৃ. ৮৭।

১৪. *The Poetic Art of Robert Lowell*, Merjorie G. Perloff, Cornell University Press, Ithaca, 1973, পৃ. ৮৬।